"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিজের নিজের রথ (শরীর) আছে। আমি হলাম নিরাকার। কল্পে একবার আমারও রথের প্রয়োজন, তাই আমি অনুভাবী বৃদ্ধের (ব্রহ্মার) রথ ধার নিয়ে তাকেই আধার বানাই"

*প্রশ্নঃ - কোন্ নিশ্চয়ের আধারে এই দেহ ভাবকে অতি সহজেই ভোলা যায়?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরা তো নিশ্চয়ের সাথে বলেছো - বাবা, আমি তোমার হয়ে গেছি। তো বাবার হওয়া মানেই শরীরের ভাবকে ভুলে যাওয়া। যেমন ভাবে শিববাবা এই (ব্রহ্মার) রথে আসেন আর চলে যান - বাচ্চারা, তোমরাও তেমনি নিজের রথে আসা-যাওয়ার অভ্যাসে অভ্যাসী হও। অশরীরী হবার অভ্যাস কর। যাতে তাতে যেন কোনও অসুবিধা অনুভব না হয়। নিজেকে নিরাকারী আত্মা মনে করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । শিব বাবা বাচ্চাদেরকে এই ব্রহ্মার রথের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন। কেননা আমার নিজের কোনো রথ নেই। আমার তো রথের অবশ্যই প্রয়োজন। তোমাদের অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মারই তো নিজের নিজের রথ রয়েছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি সব আত্মাদেরই শরীর রূপী রথ থাকে। যাকে অশ্ব-ও (ঘোড়া) বলা হয়। যদিও বাস্তবে তারা মানুষ-ই। মানুষদেরই তো কিছু বোঝানো সম্ভব। পশুদের কথা পশুরাই বুঝতে পারে। এই দুনিয়া টা হলো মনুষ্য সৃষ্টি-জগৎ, তাই মনুষ্য সৃষ্টির বাবা, তোমাদের অর্থাৎ মনুষ্যদের সামনে বসেই সেসব বোঝাচ্ছেন। অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যে আত্মা থাকে তাকেই বোঝাচ্ছেন। তিনি সরাসরি জানতে চান- তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের শরীর আছে- তাই তো ? প্রত্যেক আত্মাই যেমন শরীর গ্রহন করে তেমনই আবার শরীর ত্যাগও করে। লোকেরা বলে আত্মা ৮৪-লক্ষ বার জন্ম নেয়। যা একেবারেই ভুল। যেখানে মাত্র ৮৪-জন্ম নিতে গিয়েই ক্লান্তিতে তোমরা এত হাঁফিয়ে ওঠো, কত যে হয়রানি হয়, সেখানে ৮৪-লক্ষ জন্মের কথা তো ভাবাই যায় না। এসব লোকেদের গাল-গপ্পো মাত্র। তাই তো এইভাবে ব্যাখ্যা করে বাবা বোঝাচ্ছেন, আত্মাদের যার যার নিজস্ব রথ থাকে। এদিকে বাবারও তো রথের প্রয়োজন। আমি হলাম তোমাদের অসীম জগতের পিতা। মানুষ গেয়েও থাকে - "পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর ....!" তোমরা আর কাউকেই পতিত-পাবন বলবে না। এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণ বা অন্য কাউকেই তা বলা যায় না। পতিত সৃষ্টিকে পাবন (পবিত্র) বানাতে পারেন যিনি, অর্থাৎ পবিত্র সৃষ্টি স্বর্গের রচয়িতা, পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ যা করতে পারেন না। সুপ্রীম ফাদার হলেন তিনিই। বাবা জানেন, তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে পাথর বুদ্ধির থেকে পারস বুদ্ধির হয়ে উঠছো। বাইরের লোকেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমারও তো রথের প্রয়োজন না? আমি পতিত-পাবন কে অবশ্যই পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। কোথাও যখন প্লেগ রোগের মহামারী শুরু হয়, ডাক্তারকে তো সেই প্লেগ-রোগীর কাছে যেতেই হয়। বাবা বলছেন - তেমনি অর্ধ-কল্প ধরে তোমরাও ৫-বিকারের রোগী হয়ে আছো, তাই তো মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট। এই ৫-বিকারের কারণে আজ তোমরা একেবারেই পতিত হয়ে পড়েছো। আর তাই তো পতিত-পাবন বাবাকে এই পতিত দুনিয়ায় আসতেই হয়, তাই না? পতিতদের ভ্রষ্টচারী বলা হয়, আর পাবনদের বলা হয় শ্রেষ্ঠচারী। পূর্বে এই ভারত যখন পবিত্র ছিল - তা ছিল শ্রেষ্ঠাচারী। তখন ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল। তাদেরই মহিমা গেয়ে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন... । সেখানে সবাই সুখী ছিল । এ তো মাত্র কালকেরই কথা। তো বাবা বলেন - তিনি যখন আসবেনই, তবে তা কিভাবেই বা আসবো, কার শরীরেই বা আসবো? সর্বাগ্রে তো আমার প্রয়োজন প্রজাপিতাকে। সূক্ষ্মবতনবাসী প্রজাপিতাকে এখানে কি করে নিয়ে আসা যাবে? তিনি তো ফরিস্তা না! তাকে পতিত দুনিয়ায় নিয়ে আসবো - এটা তো দোষ হয়ে যাবে । তিনি বলবেন - আমি কি দোষ করেছি (এই পতিত দুনিয়ায় আসতে হলো)? বাবা বাচ্চাদেরকে বড়ই মনোরম ভাবে বোঝান । বুঝবে তারাই, যারা বাবার হয়েছে। প্রতি নিয়তই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে।

বাবা বলেন - আমি তখনই আসি, যখন এই ধরিত্রী পাপে পূর্ণ হয়ে যায়। কলিযুগে মানুষ কতো পাপ করে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকেই জিজ্ঞেস করেন- "বাচ্চারা, তোমরাই বলো, আমি যে আসবো, কার শরীরকেই বা আধার বানাবো? যেখানে আমার প্রয়োজন বৃদ্ধ কোনও অনুভবী রথের। আমি যে রথে নিয়েছি, তিনি তো একদা অনেক গুরুর সংস্পর্শে ছিলেন, যথেষ্ট শাস্ত্রাদিও পড়েছেন। এও লেখা হয়েছে যে তিনি অনেক কিছু পড়েছেন। এখানে অর্জুনের কথা বলা হচ্ছে না । কারণ

আমার কোনও অর্জুন বা কৃষ্ণের রথের প্রয়োজন নেই। আমার তো দরকার ব্রহ্মার রথ। যাকে প্রজাপিতাই বলা হবে। কৃষ্ণকে তো আর প্রজাপিতা বলা যাবে না। তাই বাবার প্রয়োজন ব্রহ্মার রথ, যিনি ব্রাহ্মণ প্রজা রচনা করেন। এই ব্রাহ্মণেরাই কুলশ্রেষ্ঠ-সর্বোত্তম। বিরাট রূপের চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - কিন্তু ব্রাহ্মণ তবে গেল কোথায়? এটাই লোকেদের জানা নেই। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো ব্রাহ্মণদের শিখা। পূর্বে, এই টিকি দেখেই বোঝা যেত ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রকৃত টিকিধারী তো তোমরাই। তোমরাই হলে রাজঋষি। যাদের রয়েছে বিশাল টিকি। ঋষি তাদেরকেই যারা পবিত্র থাকে। তোমরাই হলে রাজযোগী, রাজঋষি। রাজত্বে জন্য তোমরা তপস্যা করছো। তারা মুক্তির জন্য হঠযোগের তপস্যা করে । তোমরা রাজযোগের জন্য তপস্যা করছো।তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি। শিববাবা তোমাদের পুনর্জন্ম দেন। তাই তোমরা ভারতে জন্ম নিয়ে থাকো। তোমরা জন্ম নিয়েছ না ! যদি এইভাবে ভাবতে পার তাহলে শরীরের বোধ সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যাবে। যেমন শিববাবা নিরাকার এই রথে অবস্থান করেন, তোমরাও নিজেদের নিরাকার আত্মা মনে করো। বাবা বলেন – বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা তো প্রথমে অশরীরী ছিলে তারপর দেবী-দেবতার শরীর ধারণ করেছিলে, এরপর ক্ষত্রিয় শরীর, তারপর বৈশ্য শরীর, অবশেষে শুদ্র শরীর ধারণ করেছ। এখন আবারও তোমরা অশরীরী হও। তোমরা আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকেই বলে থাকো – বাবা, এখন আমরা তোমার হয়েছি, আমাদের ফিরে যেতে হবে। দেহ তো নিয়ে যেতে পারবে না। হে আত্মারা, এখন বাবাকে আর সুইট হোমকে স্মরণ কর। মানুষ বিলেত থেকে ফিরে আসার সময় বলে যে – চলো, নিজের সুইট হোম ভারতে যাই। যেখানে জন্ম নিয়েছিলাম সেখানে ফিরে যাই। মানুষ যখন মারা যায় তখন সে যেখানে জন্ম নিয়েছিল সেখানেই তাকে নিয়ে যায়। মনে করা হয় ভারতের মাটিতেই যখন জন্ম নিয়েছে তখন ভারতেই মাটিতেই তাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

বাবা বলেন আমার জন্মও (অবতরণ) এই ভারতে। তোমরা তো শিব জয়ন্তী পালন করে থাকো। আমার তো অসংখ্য নাম রাখা হয়েছে। ওরা বলে হর-হর মহাদেব, সবার দুঃখ হরণকারী, সে আমিই, শঙ্কর নয়। ব্রহ্মা সার্ভিসের জন্য উপস্থিত। যিনি স্থাপনা করেন তিনিই বিষ্ণুর দুই রূপে পালনও করেন। আমার প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষেই আদি দেবের মন্দির আছে। আদি দেব কার সন্তান? কেউ বলবে কি তার পিতা কে ছিলেন? আদি দেব হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ওনার পিতা হলেন শিব। জগত পিতা, জগত অম্বার স্মৃতি স্মারক মন্দিরে বিরাজ করছে। এই আদি দেব ব্রহ্মার রথে বসে বাবা জ্ঞান প্রদান করেন। সব বাচ্চারা মন্দিরের ভিতরে বসে আছে। সবার জন্য তো মন্দির নির্মাণ হবে না। প্রধান হলো ১০৮ এর মালা, সুতরাং মন্দিরের ভিতরে ১০৮ টা কুঠুরি তৈরি করা হয়েছে। ১০৮ এর পূজা করা হয়। প্রধান হলেন শিববাবা তারপর ব্রহ্মা-সরস্বতী যুগল। শিববাবা উপরে ফুল। ওঁনার তো নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা-সরস্বতীর নিজের শরীর আছে। শরীর ধারণকারীদের মালা তৈরি করা হয়। সবাই মালাকে পূজা করে। পূজা সম্পূর্ণ করে তারপর শিববাবাকে প্রণাম করে, তাঁর সামনে মাথা নত করে কেননা উনিই তো সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করেছেন সেইজন্যই পূজা করা হয়। ওরা মালা হাতে বসে রাম-রাম করে। পরমপিতা পরমাত্মার নাম কারো জানা নেই। শিববাবা হলেন মুখ্য তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং সরস্বতী হলেন মুখ্য। বাদবাকি ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা যে যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই তাদের নাম হবে। এগিয়ে যেতে যেতে তোমরা সব দেখতে পাবে। যখন শেষ হবে তখন তোমরা এখানে এসে থাকবে। যারা পাক্কা (সম্পূর্ণ) যোগী হবে তারাই থাকতে পারবে। ভোগী তো সামান্য শব্দ শুনেও শেষ হয়ে যাবে। কিছু মানুষ অপারেশন করা দেখেই আনকনসাস (অজ্ঞান) হয়ে যায়। দেশভাগের সময় কত মানুষ মারা গেছে। ঐ লোকগুলো তো গর্ব করে বলে ওরা লড়াই না করেই রাজ্য অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু এতো মানুষ মারা গেছে যে জিজ্ঞাসা করো না। এখানে সব মিথ্যা মায়া.... এখন সত্য বাবা বসে তোমাদের সত্য শোনাচ্ছেন। বাবা বলেন আমার তো রথ অবশ্যই প্রয়োজন। আমি সাজন যখন বড় সুতরাং সজনীকেও বড় হতে হবে। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তিনি ব্রহ্মার যুগল নন, ব্রহ্মার কন্যা। ওনাকে জগত অম্বা কেন বলা হয়? কেননা ব্রহ্মা তো পুরুষ, মাতাদের দেখাশোনার জন্য ওনাকে রাখা হয়েছে। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। মাম্মা তো ছিলেন তরুণী, আর ব্রহ্মা বৃদ্ধ। তরুণী সরস্বতী, ব্রহ্মার স্ত্রী হবেন এটা শোভা পায় না। তাকে হাফ পার্টনার বলা যায় না । এখন তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ। সুতরাং বাবা বলেন আমাকে এই ব্রহ্মার শরীর লোন নিতে হয়। অনেকেই লোন নেয়। যখন কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে খাওয়ানো হয় তখন তিনি আত্মাকে আহ্বান করেন তখন সেই আত্মা এসে ব্রাহ্মণের শরীরের আধার নেয়। আত্মা সেই শরীর ছাড়ার পর কি আসে? না, বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে ড্রামায় সাক্ষাৎকারের রীতি নিয়ম প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। আত্মাকে এখানেও ডাকা হয়। এমন নয় যে আত্মা শরীর ত্যাগ করে আসবে। না, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবার জন্য এই রথ তো নন্দীগণ। তা না হলে শিবের মন্দিরে ষাঁড় কেন দেখানো হয়? সূক্ষ্মলোকে শঙ্করের কাছে ষাঁড় কোথা থেকে আসবে? সেখানে তো আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর আর ওরা যুগল রূপে দেখিয়েছে। প্রবৃত্তি মার্গ দেখানো হয়েছে।

সেখানে তাহলে জানোয়ার কোথা থেকে আসবে? মানুষের বুদ্ধি কোনো কাজ করে না, যা মনে হয় তাই বলতে থাকে, এতে সময় নষ্ট হয়, এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়।

তোমরা বলে থাকো আমরা যারা পবিত্র দেবতা ছিলাম পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আমরা পতিত পূজারী হয়ে গেছি। নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী হয়ে গেছি। পূজ্য এবং পূজারী ভগবান কিন্তু হন না। ওঁনাকে থোড়াই ৮৪ জন্ম নিতে হয়! মায়া মানুষকে সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধি করে দেয়। হম সো-এর অর্থ এই নয় যে আমি আত্মাই পরমাত্মা। না। আমরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। পুনর্জন্ম নিতে থাকবো। কত সুন্দর ব্যাখ্যা। বাবা বলেন আমি যার মধ্যে প্রবেশ করেছি, সে অনেক গুরু করেছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে। ইনি জানেন না, আমিই তোমাদের এর মাধ্যমে বলে থাকি। ব্রহ্মাকেও বলি। সবসময় তো রথে চড়তে পারি না। আমি ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের বলে থাকি। আমার রথের প্রয়োজন পড়ে তাইনা। তোমরা বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো আর আমিও চলে আসি। আমাকে তো সার্ভিস করতে হবে, সুতরাং শ্রী শ্রী শিবের শ্রীমতেই ভারত পবিত্র হয়ে ওঠে। নরকবাসীদের শ্রী শ্রী টাইটেল দেওয়াটা ভুল। পূর্বে শ্রী নাম ছিল না এখন তো সবাইকে শ্রী টাইটেল দিয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিয়েছে। শ্রী শ্রী হলেন শিববাবা। তারপর সূক্ষ্মলোকবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এবং তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ। এটা বোঝার বিষয়। এই নলেজ বড় মজার। কিন্তু কেউ-কেউ পড়তে-পড়তেই গায়েব হয়ে যায়। মায়া হাত ছাড়িয়ে দেয়। দোকানও নম্বর ক্রমানুসারে আছে। বড় দোকানে অবশ্যই ভালো সেলসম্যান থাকে। ছোট-ছোট দোকানে কম সেলসম্যান থাকে। সুতরাং তোমাদের বড় দোকানেই যাওয়া উচিত যেখানে মহারথী থাকে। মাতাদের তো অনেক সময় থাকে। পুরুষদের কাজকর্ম করতে হয় সুতরাং তারা ব্যস্ত থাকে। মাতারা তো ফ্রি থাকে। খাবার তৈরি করে ব্যস্! পুরুষ তোমাদের জন্য বন্ধন তৈরি করে ওরা মাতাদের ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাওয়া আটকে দেয়, কারণ ওরা শুনেছে যে সেখানে গেলে বিষ (বিকার) বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং ওখানে যেতে বাধা দেয়।

শিববাবা এমনই পিচ্ছিল যে তোমরা তাঁকে ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যাও। বাবা সম্পূর্ণ সহজ পথ বলে দেন যে আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে আর তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। স্মরণ না করলে পাপও ভস্ম হবে না আর সঙ্গে করে নিয়েও যাব না। তারপর তো সাজাও ভোগ করতে হবে। ভক্তি মার্গে ছাঁচ পান করে এসেছো। মাখন তো তোমরা সত্যযুগ-ত্রেতায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছো। নীচে তো ছাঁচ টুকুই পড়ে থাকে। ছাঁচও প্রথমে ভালো পাওয়া যায় এরপর শুধুই জল থাকে। সত্যযুগ-ত্রেতায় ঘি, দুধের নদী বয়। এখন তো ঘি-এর কত দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রাজঋষি হয়ে তপস্যা করতে হবে। পূজনীয় মালায় আসার জন্য বাবার সমতুল্য সার্ভিস করতে হবে। পাক্কা যোগী হতে হবে।

২) নলেজ বড় মজার, সেইজন্যই একে রমণীয় ভাবে পড়তে হবে, মুষড়ে পড়া উচিত নয়।

বরদানঃ- ভ্যারাইটি অনুভূতির দ্বারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে থাকা বিঘ্ন জীত ভব

প্রতিদিন অমৃতবেলায় উঠে সারাদিনের জন্য ভ্যারাইটি উৎসাহ-উদ্দীপনার পয়েন্টস বুদ্ধিতে ইমার্জ করো। প্রতিদিন মুরলী থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার পয়েন্টস নোট করো, ভ্যারাইটি পয়েন্টস উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে তুলবে। মনুষ্য আত্মার নেচার এই যে আত্মারা ভ্যারাইটি পছন্দ করে সেইজন্যই জ্ঞানের পয়েন্টস মনন করো বা রুহরিহান করো। ভ্যারাইটি রূপে জিরো থেকে নিজের হিরো পার্টের স্মৃতিতে থাকো, তাহলেই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর থাকবে এবং সব বিঘ্ন সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- নিজের অবস্থাকে এমনই শান্ত-চিত্ত করে তোলো যাতে ক্রোধের ভূত দূর থেকেই পালিয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;